উপপরিচালক
মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ
মোংলা, বাগেরহাট।
টেলিফোন: ০২-৪৭৭৫৩৭৮০
ওয়েবসাইট: www.mpa.gov.bd

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

"মোংলা বন্দরে ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে অর্জিত হয়েছে সকল লক্ষ্যমাত্রা"

মোংলা বন্দর খুলনার অন্যতম শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ এবং বাংলাদেশের দ্বিতীয় সমুদ্র বন্দর। দেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে তথা দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে এ বন্দর ব্যাপক ভূমিকা রেখে চলেছে। অন্তবর্তীকালীন সরকারের মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা ড. মোঃ ইউনুস দায়িত্বভার গ্রহণের পর বন্দরের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছেন। ইতিমধ্যে সরকারের পক্ষ থেকে নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) এম সাখাওয়াত হোসেন এবং নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সিনিয়র সচিব মোহাম্মদ ইউসুফ সহ মন্ত্রণালয় উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ বিভিন্ন সময়ে মোংলা বন্দর পরিদর্শন করে বন্দর উন্নয়ন ও মোংলা বন্দরের কার্যক্রম বৃদ্ধির জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। তাদের সময়োপযোগী পরামর্শে মোংলা বন্দরে কর্মচাঞ্চল্য বৃদ্ধির পাশাপাশি ২০২৪-২৫ অর্থবছরে লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বিশেষ ভূমিকা রেখেছে।

সরকার ও মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা প্রতিপালনের পাশাপাশি মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান রিয়ার এডমিরাল শাহীন রহমান তার জ্ঞান ও প্রজ্ঞা এবং বন্দর পরিচালনার অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে বন্দরের স্টেক হোল্ডার, শিপিং এজেন্টস, সি এন্ড এফ এজেন্ট স্টিভেডরসহ সব ধরনের বন্দর ব্যবসায়ী ও বন্দর ব্যবহারকারীদের সাথে নিয়মিত বৈঠক করে চলেছেন। এছাড়াও বন্দরের জাহাজ আগমন বৃদ্ধির লক্ষ্যে Internal Business Development Standing Committee গঠন করেন, এর ফলশ্রুতিতে জাহাজ আগমন বৃদ্ধি পেতে থাকে। এছাড়াও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মনোবল বৃদ্ধির ও কাজে গতিশীলতা আনয়নে তাদের সাথে নিয়মিত সভা করার মাধ্যমে বন্দর উন্নয়ন ও পরিকল্পনাকে বাস্তব করে চলেছেন।

২০২৪-২৫ অর্থবছরে মোংলা বন্দরের অর্জনসমূহঃ

জাহাজ আগমনঃ

২০২৪-২৫ অর্থবছরে জাহাজ আগমনের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৮০০টি, এ অর্থবছরে বন্দরে ৮৩০ টি বিদেশি বাণিজ্যিক জাহাজ আগমনের মধ্য দিয়ে লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হওয়ার পাশাপাশি লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ৩০ টি এবং ৩.৭৫% বেশি জাহাজ আগমন করে।

কার্গো হ্যান্ডলিং:

২০২৪-২৫ অর্থবছরে কার্গো হ্যান্ডলিং লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৮৮.৮০ লক্ষ মেঃ টন, এ অর্থবছরে বন্দরে ১০৪.১২ লক্ষ মেঃ টন কার্গো হ্যান্ডলিংয়ের মধ্য দিয়ে লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হওয়ার পাশাপাশি লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ১৫.৩২ লক্ষ মেঃ টন এবং ১৭.২৫% বেশি কার্গো হ্যান্ডলিং করা হয়।

কন্টেইনার হ্যান্ডলিং:

২০২৪-২৫ অর্থবছরে কন্টেইনার হ্যান্ডলিং লক্ষ্যমাত্রা ছিল ২০০০০ টিইইউজ, এ অর্থবছরে বন্দরে ২১৪৫৬ টিইইউজ কন্টেইনার হ্যান্ডলিংয়ের মধ্য দিয়ে লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হওয়ার পাশাপাশি লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ১৪৫৬ টিইইউজ এবং ৭.২৮% বেশি কন্টেইনার হ্যান্ডলিং করে।

রাজস্ব আয়ঃ

২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে রাজস্ব আয় লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৩৩৩৮৭.০০ লক্ষ টাকা, এ অর্থবছরে বন্দরে ৩৪৩৩৩.০০ লক্ষ টাকা রাজস্ব আয়ের মধ্য দিয়ে লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হওয়ার পাশাপাশি লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ৯৪৬ লক্ষ টাকা এবং ২.৮৩% বেশি রাজস্ব আয় করেছে। এছাড়াও বন্দরের নীট মুনাফার লক্ষ্যমাত্রা ছিলো ২০ কোটি ৪৬ লক্ষ ২০ হাজার টাকা, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বন্দরে ৬২ কোটি ১০ লক্ষ টাকা নীট মুনাফা অর্জনের মধ্য দিয়ে লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হওয়ার পাশাপাশি লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ৪১ কোটি ৬৪ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা, শতাংশের দিক থেকে ২০৩.৪৯% বেশি।

- **উল্লেখ্য, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে মোংলা বন্দরের মাধ্যমে ১১৫৭৯ ইউনিট রিকন্ডিশন গাড়ি আমদানি হয়েছে।**

বন্দরের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধাসমূহঃ

১. মোংলা বন্দরে জাহাজ জট নেই, কন্টেইনার খালাসের ক্ষেত্রে টার্ন এরাউন্ড টাইম ১.৬৬ / ৪০ ঘণ্টা এবং এভারেজ অন্যান্য ক্ষেত্রে টার্ন এরাউন্ড টাইম ৩.৩৭/ ৭৮ ঘণ্টা।

২. গাড়ি আমদানিকারকদের জন্য বিশেষ সুবিধাদি বিদ্যমান।

৩. পর্যাপ্ত কন্টেইনার রাখার জন্য ০৭ টি কন্টেইনার ইয়ার্ড রয়েছে।

৪. টাগ বোর্ট, পাইলট বোর্ট, মুরিং বোর্ট, পাইলট ডেসপাস বোর্ট, সার্ভে বোর্ট, ড্রেজার ইউনিট ইত্যাদিসহ মবক এর বন্দরে ৩৮ টি সহায়ক জলযান রয়েছে।

৫. বন্দরের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে আইএসপিএস কোড যথাযথ অনুসরণ করা হয়।

৬. বিদেশি জাহাজ আগমন ও নির্গমনের সময় নিরাপত্তা প্রদানের জন্য কোস্টগার্ডের নিয়মিত টহল বিদ্যমান।

৭. এ বন্দর থেকে নিরাপদে, কম খরচে সড়ক ও নৌপথে সহজে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে মালামাল পরিবহনের সুবিধা রয়েছে।

৮. বন্দর জেটির সম্মুখে ৮.৫ মিটার ড্রাফ্ট এর জাহাজ বার্থিং এর সুবিধা রয়েছে।

৯. দীর্ঘ ১৪৪ কিলোমিটার বন্দর চ্যানেলে লাইটেড বয়া ও লাইট টাওয়ার স্থাপনের মাধ্যমে দিবারাত্রি নিরাপদ ও নির্বিঘ্নে জাহাজ চলাচলের ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত নেভিগেশনাল সুবিধা সৃষ্টি হয়েছে এবং বিদেশি বাণিজ্যিক জাহাজের জন্য ৪৯ টি বিভিন্ন পয়েন্টে বার্দিং সুবিধা রয়েছে।

১০. কন্টেইনার ও কার্গো হ্যান্ডলিংয়ের জন্য ১৩৪ টি আধুনিক যন্ত্রপাতি রয়েছে।

১১. খুলনাস্থ রুজভেল্ট জেটিতে নিরাপদে মালামাল সংরক্ষণ ও হ্যান্ডলিং সুবিধাদি বিদ্যমান।

১২. মোংলা বন্দরে জেটি এলাকায় ওয়ান স্টেপ সার্ভিস সুবিধা রয়েছে, সেখানে একই সাথে পারমিশন প্রদান, বিল পরিশোধ, ইনডেন্ট, ইকুইপমেন্ট বুকিং এবং টাকা পরিশোধের সুবিধা রয়েছে।

জেটি/গুদাম/ইয়ার্ড সুবিধাদি নিম্নরূপ:-

বিবরণ	সংখ্যা	মোট ধারণ ক্ষমতা
ক) জেটি	৫ টি	প্রতিটির দৈর্ঘ্য ১৮২ মিটার
খ) ট্রানজিট শেড	৪ টি	৩০,০০০ মেঃটন (আয়তন ৪৯০৫×৪=১৯,৬২০ বর্গমিটার)
গ) স্টাফিং ও আনস্টাফিং শেড	১ টি	আয়তন ৪,৭৪৩ বর্গমিটার (প্রায়)
ঘ) ওয়্যারহাউজ	২ টি	৩০,০০০ মেঃটন (আয়তন ৯,৮৬০×২=১৯,৭২০ বর্গমিটার)
ঙ) রেফার প্লাগ পয়েন্ট	১৬২ টি	১৬২ টি রেফার কন্টেইনার এক সঙ্গে বিদ্যুত সংযোগ দেয়া যায়।
চ) কন্টেইনার ইয়ার্ড	৭ টি	আয়তন=৬৮,৬৬৭ বর্গমিটার প্রায়। ৬,০০০ (টিইইউজ) কন্টেইনার রাখা যায় (দুই উচ্চতায়)।
ছ) কার ইয়ার্ড	২ টি	প্রায় ২,০০০ ইউনিট গাড়ি সংরক্ষণ করা যায়।

বর্তমানে মোংলা বন্দরের মাধ্যমে প্রধান আমদানিকৃত পণ্যসমূহঃ

খাদ্য শস্য, সার, গাড়ি এলপি গ্যাস, স্লাগ, লাইম স্টোন, সয়াবিন তেল, ভোজ্য তেল, জ্বালানী তেল, ফ্রেশফুড, সাধারণ পণ্য, জিপসাম, মেশিনারি যন্ত্রপাতি, কাঠের লগ, কয়লা, পাথর, ক্লিংকার, পামওয়েল, ফুড ওয়েল, ফ্লাই এ্যাস, আয়রন, অয়েল সীড, স্টিল পাইপ, চিটাগুড় ইত্যাদি।

বর্তমানে মোংলা বন্দরের মাধ্যমে প্রধান রপ্তানিকৃত পণ্যসমূহঃ

গার্মেন্টস পণ্য, পাট, পাটজাত পণ্য, চিংড়ি, সাদা মাছ, শুকনা মাছ, ক্লে, কাকড়া, মেশিনারি, কটনইয়ার্ন, হিমায়িত খাদ্য, সাধারণ পণ্য ইত্যাদি।

ক) সম্প্রতি সমাপ্ত প্রকল্প:

১. মোংলা বন্দরের আধুনিক বর্জ্য ও নিঃসৃত তেল অপসারণ ব্যবস্থাপনাঃ

প্রকল্পটির উদ্দেশ্য বন্দর এলাকায় চলাচলকারী বিভিন্ন জলযান এবং শিল্পকারখানা হতে সকল ধরণের বর্জ্য সংগ্রহ করে পরিবেশ সম্মত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা।

প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে MARPOL কনভেনশনের আন্তর্জাতিক বাধ্যবাধকতা পালন হবে; জাহাজের বর্জ্য সমুদ্রে এবং নদীতে নিক্ষেপ রোধ করা হবে; সামুদ্রিক পরিবেশকে দূষণ থেকে রক্ষা করা হবে; মোংলা বন্দরে আগত সমুদ্রগামী জাহাজের বর্জ্য দূষণ থেকে সুন্দরবনকে রক্ষা করা হবে; পশুর চ্যানেল ও মোংলা বন্দরের আশেপাশের নদ নদীসমূহ নিঃসৃত তেল হতে দূষণ মুক্ত রাখা হবে।

*** প্রকল্পটি জুন ২০২৫ এ সমাপ্ত হয়েছে।**

খ) চলমান প্রকল্পঃ মোংলা বন্দরে বর্তমানে মোট ০৪ টি প্রকল্প চলমান রয়েছে।

১. মোংলা বন্দরের জন্য সহায়ক জলযান সংগ্রহঃ

প্রকল্পটির উদ্দেশ্য সমুদ্রগামী জাহাজ সুষ্ঠু ও দক্ষতার সাথে হ্যান্ডেল করা।

প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে নিরাপদ চ্যানেল বিনির্মাণ, সমুদ্রগামী জাহাজ সুষ্ঠুভাবে হ্যান্ডলিং এবং দূর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় জরুরি উদ্ধার কার্য পরিচালনা করা সম্ভব হবে।

২. পশুর চ্যানেলের ইনার বারে ড্রেজিং:

প্রকল্পটির উদ্দেশ্য ইনার বার এ চ্যানেলের নাব্যতা ৮.৫ মি সিডি অর্জন করা।

প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে মোংলা বন্দরে জেটি পর্যন্ত ১০ মিটার ড্রাফ্টের জাহাজ হ্যান্ডলিং এর সুবিধা সৃষ্টি হবে। এতে বন্দররে সক্ষমতা বহুগুন বৃদ্ধি পাবে।

৩. আপগ্রেডেশন অব মোংলা পোর্টঃ

প্রকল্পটির উদ্দেশ্য মোংলা বন্দরের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ।

প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে বার্ষিক ১.৫০ কোটি টন র্কাগো, ৩.৫০-৪.০০ লক্ষ টিইইউজ কন্টেইনার হ্যান্ডলিং করা সম্ভব হবে। এতে করে বন্দরে কার্যক্রমের সাথে সংযুক্ত সংশ্লিষ্ট শিপিং এজেন্ট, সিএন্ডএফ এজেন্ট, স্টিভেডরিং এবং শ্রমিক শ্রেণির জনগোষ্ঠীর র্কমসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

৪. মোংলা বন্দরের ২টি অসম্পূর্ণ জেটি নির্মাণঃ

প্রকল্পটির উদ্দেশ্য মোংলা বন্দরের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে বার্ষিক ২ লক্ষ টিইইউজ কন্টেইনার হ্যান্ডলিং করা সম্ভব হবে। এতে করে বন্দরের কার্যক্রমের সাথে সংযুক্ত সংশ্লিষ্ট শিপিং এজেন্ট, সিএন্ডএফ এজেন্ট, স্টিভেডরিং এবং শ্রমিক শ্রেণির জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

গ) সম্প্রতি অনুমোদন প্রাপ্ত প্রকল্পঃ

১. মোংলা বন্দরের সুবিধাদির সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়নঃ

প্রকল্পটির উদ্দেশ্য আধুনিক যন্ত্রপাতি স্থাপনসহ মোংলা বন্দরের কন্টেইনার হ্যান্ডলিং এর সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে বার্ষিক ৪.০০ লক্ষ টিইইউজ কন্টেইনার হ্যান্ডলিং করা সম্ভব হবে। এতে করে বন্দরের কার্যক্রমের সাথে সংযুক্ত সংশ্লিষ্ট শিপিং এজেন্ট, সিএন্ডএফ এজেন্ট, স্টিভেডরিং এবং শ্রমিক শ্রেণির জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

২. মোংলা বন্দর চ্যানেলে সংরক্ষণ ড্রেজিং:

প্রকল্পটির উদ্দেশ্য পারফরমেন্স বেজড সংরক্ষণ ড্রেজিং এর মাধ্যমে মোংলা বন্দরের পশুর চ্যানেলের নাব্যতা সংরক্ষণ করা।

প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে মোংলা বন্দরের মাধ্যমে বছরে জেটি পর্যন্ত ৯.৫-১০ মিটার ড্রাফটের অতিরিক্ত ১০০ টির অধিক জাহাজ এবং জেটি হতে রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র পর্যন্ত ১৩০ টির অতিরিক্ত জাহাজ হ্যান্ডলিং করা সম্ভব হবে।

ঘ) অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন প্রকল্পঃ

১. মোংলা বন্দরের জন্য একটি ট্রেলিং সাকশান হপার ড্রেজার ও ২টি কাটার সাকশান ড্রেজার সংগ্রহ।

২. পশুর চ্যানেলে নদী শাসন এর জন্য সম্ভাব্যতা সমীক্ষা।

৩. মোংলা বন্দরের জন্য ২টি মুরিং বোট সংগ্রহ।

মোংলা বন্দরে বর্তমানে বার্ষিক সক্ষমতাঃ

বার্ষিক জাহাজ হ্যান্ডলিং : ১,৫০০ টি

বার্ষিক কার্গো হ্যান্ডলিং : ১.৫ কোটি মেট্রিক টন

বার্ষিক কন্টেইনার হ্যান্ডলিং: ১ লক্ষ টিইইউজ

বার্ষিক গাড়ি হ্যান্ডলিং: ২০,০০০ টি।

মোংলা বন্দরের প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহঃ

* ক্যাপিটাল এবং সংরক্ষণ ড্রেজিং এর মাধ্যমে ১৪৪ কিলোমিটার চ্যানেলের নাব্যতা বৃদ্ধি ও সংরক্ষণ।
* নিরাপদ ও দূষণমুক্ত পরিবেশ বান্ধব চ্যানেল নিশ্চিতকরণ।
* দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের উন্নয়ন কার্যক্রমের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ভবিষ্যত চাহিদা পূরণের জন্য বন্দরের সক্ষমতা বৃদ্ধি।
* পুরাতন সহায়ক জলযান প্রতিস্থাপন এবং নতুন জলযান সংগ্রহ।
* বিদ্যমান জলযান এবং ইকুইপমেন্ট মেরামত সুবিধা সৃষ্টি করা।
* দক্ষ ও পর্যাপ্ত জনবল সৃষ্টি করা।

স্বাক্ষরিত/-

১০/০৭/২০২৫

মোঃ মাকরুজ্জামান

উপপরিচালক